সংবাদ

তারিখ · 05 · JAN · 2016 ··· ···
পৃষ্ঠা ··· ··· ··· কলাম····· ··· ·······

ভোরে সারাদেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প

রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৭ মাত্রার

হুড়াহুড়ি ও আতঙ্কে নিহত ৫ আহত শতাধিক

হেলে পড়েছে ভবন : ফাটল ধরেছে বহু বাড়িতে

আরও বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

৬ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপেছে সারাদেশ। গতকাল ভোর ৫টা ৫ মিনিটে অনুভূত এমন ভূমিকম্পের আশঙ্কার কথা অবশ্য আগেই জানিয়েছিলেন ভূ-বিজ্ঞানীরা। ভারতের মণিপুর রাজ্যের তামেন্ডলং এলাকায় সৃষ্ট এ ভূমিকম্পের কারণে হুড়াহুড়ি ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দেশে ৫ জন নিহত ও অন্তত শতাধিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ভূ-পৃষ্ঠের ৫৫ কিলোমিটার গভীরতায় উৎসস্থল হলেও এই ভূ-কম্পনে রাজধানীর বংশাল ও শনির আখড়ায় হেলে পড়েছে ভবন। গত এক বছরের মধ্যে বড় মাত্রার এ ভূমিকম্পে পুরান ঢাকাসহ সারাদেশে দুই শতাধিক বাড়ি-ঘরে ফাটলের খবর পাওয়া গেছে। এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'বাংলাদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে ভূমিকম্প উৎপত্তি করে এমন সক্রিয় ফাটল রেখা বা প্লেট বাউন্ডারি সক্রিয় রয়েছে। যেকোন সময় দেশে ৮ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে।'

গতকাল ভোরে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, ভোর ৫টা ৫ মিনিট ২১ সেকেন্ডে বাংলাদেশে রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল নগরীর ২৯ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমের তামেন্ডলং এলাকায়। ঢাকা থেকে ৩৫৩ কিলোমিটার পূর্ব উত্তর-পূর্বে ভারত-মায়ানমার সীমান্তের কাছাকাছি।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা ইউএসজিএস জানায়, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৭ ভূকম্পনের গভীরতা ছিল ৫৫ কিলোমিটার। এটি একটি তীব্র ভূমিকম্প।

নেপালে ভূমিকম্পের পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এমন ভূমিকম্পের আশঙ্কার কথা বলেছিলেন ভূ-বিজ্ঞানীরা। তারা জানিয়েছিলেন যে,

প্রচণ্ড : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

প্রচণ্ড : ভূমিকম্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবার পালা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের। কারণ এই অংশটি একটা অস্থির ভূ-স্তরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং সেটাই সত্যি হলো!

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাটির নিচে ইন্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেট একে অন্যের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। এক একটা সময় এই দুটি প্লেট একটি অন্যটির উপর পিছলে গেলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় এবং তারই ফল ভূমিকম্প। ওই একটি প্লেট আর একটি প্লেটের নিচে যত শক্তিতে ঢুকে যাবে, ভূমিকম্পের মাত্রাও তত বেশি হবে। একটা বা দুটি বড় ধরনের ভূমিকম্প মাটির তলায় চলতে থাকা ক্রমবর্ধমান অস্থিরতাকে হঠাৎ করেই বাড়িয়ে দেয়। তার জন্য একটা বড় ভূমিকম্পের পরে গোটা অঞ্চলে পর পর অনেকগুলো ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার এক ভূ-বিজ্ঞানী জানান, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূ-স্তর যে অবস্থায় রয়েছে তাতে আমরা ৬.৮ মাত্রার চেয়েও বেশি মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা করছি।'

বিগত এক বছরের মধ্যে গতকাল বড় মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের কারণে হুড়োহুড়ি ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঢাকা, জামালপুর, রাজশাহী, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাটে ৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত শতাধিক। অনেকে আবার ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। সকালে পূর্ব জুরাইনের এক বাসা থেকে দৌড়ে নামতে গিয়ে আতিকুর রহমান নামে ২৩ বছর বয়সী এক যুবকের মৃত্যু হয়। আতঙ্কে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন চিকিৎসকরা। একইভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রধান বাবুর্চি খলিলুর রহমান ও লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার ঘোনাবাড়ীর মুদি দোকানি নূর ইসলাম কদু মিয়া (৬০), জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার গাওকুড়া গ্রামের দর্জি সোনা মিয়া (৩৮) ও পঞ্চগড় শহরে তাহমিনা বেগম (৫৫) নামে এক নারী মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে ও লাফিয়ে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের অন্তত ১৬ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আহত ছাত্রদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের এক ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জহুরুল হক হলের ওই শিক্ষার্থী ভূমিকম্পের তীব্রতায় আতঙ্কিত হয়ে পাঁচতলা ভবনটির ছাদ থেকে নিচে লাফ দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় সহপাঠীরা তাকে ঢামেকে নিয়ে যান। আহত ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এছাড়া ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে ও আতঙ্কিত হয়ে হুড়োহুড়ি করে নিচে নামতে গিয়ে আহত হয়েছেন আরও আটটি হলের অন্তত ১৫ শিক্ষার্থী।

ভূমিকম্পের পর ঢাকার বংশাল ও শনির আখড়ায় দুটি ভবন হেলে পড়েছে। ফাটল দেখা দিয়েছে শাঁখারীবাজারের একটি বাসায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভবনে ফাটল ধরার খবর পাওয়া গেছে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, 'সোমবার সকালে বংশালের জেদসরদার রোডের একটি ছয় তলা ভবন হেলে পড়েছে। এখানে দুই ভবনের মাঝে চার ইঞ্চির মতো ফাঁকা ছিল। ভূমিকম্পের ফলে একটি অংশ পাশের ভবনে লেগে গেছে। কদমতলীতে আরেকটি ছয়তলা ভবন হেলে পড়েছে।' ভূমিকম্পের পর শাঁখারীবাজার এলাকার ৬২ নম্বর হোল্ডিংয়ে পুরনো এক বাসায় ফাটল দেখা দিয়েছে। জয়পুরহাটেও দেড় শতাধিক বাড়ি-ঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সোমবার বাংলাদেশ ও ভারতের মণিপুরের যে অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়েছে সে স্থানটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতি বছরই ওই অঞ্চলটিতে ছোট ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে। তবে গত কয়েক বছরের মধ্যে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্প এই প্রথম। যেখানে ভূমিকম্প হয়েছে তার আশপাশে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭ মাত্রার কাছাকাছি হলেও বাংলাদেশে ৪ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে মনে করেন তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামাল জানান, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত, বাংলাদেশের পূর্ব অঞ্চল এবং দিনাজপুর শহরে নিকট ভবিষ্যতে তীব্র ভূমিকম্প হতে পারে। সম্প্রতি এক গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের আশপাশের অঞ্চলে ভূমিকম্প উৎপন্নকারী অনেকগুলো সক্রিয় ফাটল রেখা বা প্লেট বাউন্ডারি সক্রিয় রয়েছে। এসব ফাটল রেখা সক্রিয় এবং ভূ-অভ্যন্তরে ১০০ থেকে ৩০০ বছর ধরে শক্তি সঞ্চয় করছে। সেই শক্তি বেরিয়ে এলে আমাদের দেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, 'ইন্ডিয়া প্লেট ও বার্মা প্লেট সংযোগস্থল বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত। এই প্লেট আটকে আছে ৩০ কিলোমিটার গভীরে এবং গত এক হাজার বছরে এখানে কোন বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়নি। তবে প্লেটের গতিপথ প্রতি ১০০ বছরে ১ দশমিক ৫ মিটার করে পরিবর্তন হয়েছে। তাহলে এক হাজার বছরে ১৫ মিটার চ্যুতি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভূমিকম্প হলে ৮-এর ওপরে ৯-এ চলে যেতে পারে। আর সেটার আংশিক প্রতিফলন সোমবার ভোরে দেখা দিয়েছে। তবে এর বেশির ভাগ শক্তি রয়েছে ভেতরে, যা যেকোন সময়ে উদগিরণ হতে পারে। ভবিষ্যতে যেকোন সময় দেশে ৮ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।